03 SEP 2016

তারিখ ... 03 AUG ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ......

সমকাল

'ক্যাডেট মাদ্রাসা'র অবৈধ ব্যবসা

বেশির ভাগেরই মালিক জামায়াত ও হেফাজতের লোকজন

■ হায়দার আলী

'ক্যাডেট' নামে যেন জাদু মিশে আছে। স্কুলের আগে এই শব্দটি জুড়ে দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর অভাব হয় না। খালি 'মাদ্রাসা' বললে সবাই অন্যরকম ভাবে। তবে গুলশান ট্র্যাজেডির পর 'ক্যাডেট' মাদ্রাসার দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। অনেক ছাত্রছাত্রী আর আসছে না ক্লাস করতে। সাধারণ মাদ্রাসা থেকে ক্যাডেট মাদ্রাসা কতটুকু আলাদা– তা জানতে চাইলে অনেকটা এ রকমই কথাবার্তা বললেন আল-ইহসান ক্যাডেট মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শাহীন আহমেদ। প্রিন্সিপালের মতে, উত্তরার এ মাদ্রাসাটি 'অনুমোদিত'। 'উত্তরখানের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে' এটি গড়ে তুলেছেন তিনি! সমকালের সাম্প্রতিক সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশন এলাকাসহ ঢাকার আশপাশে গড়ে উঠেছে এমন অনেক ক্যাডেট মাদ্রাসা। শুধু বৃহত্তর উত্তরাতেই রয়েছে ছোট-বড় মিলিয়ে শতাধিক কওমি ও ক্যাডেট মাদ্রাসা। ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের যাত্রাবাড়ী-চিটাগাং রোড-ডেমরায়ও রয়েছে শতাধিক ক্যাডেট মাদ্রাসা. যাত্রাবাড়ী থেকে চট্টগ্রাম রোডের দিকে যেতে যেসব সাইনবোর্ড চোখে পড়ে, সেগুলো কোনো আবাসিক কোম্পানি কিংবা বিজ্ঞাপনী সংস্থার নয়। সবই ক্যাডেট ও কওমি মাদ্রাসার। এসব 'প্রতিষ্ঠানের' ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

'ক্যাডেট মাদ্রাসা'র অবৈধ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

পরিচালক বা পরিচালনা পরিষদে কারা আছেন? সে ব্যাপারে প্রশাসন কিংবা অভিভাবক কারোরই তেমন আগ্রহ নেই। সন্তানদের ভর্তি করে মাসে মাসে খরচের টাকা পাঠিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ। এ সুযোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন অনেকেই।

'ক্যাডেট মাদ্রাসা' নাম দিলেও এগুলো প্রকারান্তরে কওমি মাদ্রাসা। এগুলোর পরিবেশ, পাঠদান ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম একেবারেই সাদামাটা। এগুলোর নেই কোনো নীতিমালা, নেই নিয়মনীতি, নেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন। এসব মাদ্রাসার একাংশ চলছে বাণিজ্যিক সনদ নিয়ে। এ প্রসঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফ উল্যার সঙ্গে কথা হয় সমকালের। তিনি বলেন, 'রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ক্যাডেট মাদ্রাসার নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। দু-চারটা রুম ভাড়া নিয়ে তারা ক্যাডেট মাদ্রাসা নাম দিয়ে বাণিজ্য করছে। অথচ এসব মাদ্রাসায় চলছে গৎবাঁধা শিক্ষাসহ কওমি শিক্ষা। ক্যাডেট প্রতিষ্ঠানগুলো যে ধরনের নিয়মকানুন অনুসরণ করে, এখানে তার বালাই নেই। ভিন্ন ভিন্ন পোশাক আর ব্যাগভর্তি বই চাপিয়ে দিয়ে শিশুদের ওপর এক ধরনের মানসিক নির্যাতনও করা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো অনুমোদনও নেই।' এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কি-না– জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ধর্মীয় শিক্ষার কারণে সরকার খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না।' এসব মাদ্রাসার মালিক বা শিক্ষকরা জামায়াতসহ ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বলে জানান তিনি।

আল-ইহসান ক্যাডেট মাদ্রাসা : উত্তরার পশ্চিম আবদুল্লাহপুরে ৯ নম্বর সেক্টরের ১৪ নম্বর বাড়িতে গড়ে উঠেছে আল-ইহসান ক্যাডেট মাদ্রাসা। আশুলিয়া রোডের বাঁ দিকে দূর থেকেই চোখে পড়ে এটির বিশাল সাইনবোর্ড। মাদ্রাসার নামের নিচে লেখা– 'শিশুদের আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।' আশুলিয়া রোড থেকে ৯ নম্বর সেক্টরের ভেতরে ঢুকলে আবারও চোখে পড়ে ময়লা-আবর্জনার স্তূপের পেছনে মাদ্রাসার ব্যানার। তবে ভবনের গায়ে কোনো সাইনবোর্ড নেই। চার তলা ভবনটির নিচতলার বাম পাশে মেয়েশিশুদের শ্রেণিকক্ষ। কোনো শিক্ষক নেই। অফিস কক্ষেও কোনো শিক্ষক নেই। ডান পাশের আরেকটি শ্রেণিকক্ষে একজন নারী শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর ক্লাস নিচ্ছেন।

ভবনটির নিচতলার পাঁচটি কক্ষের মধ্যে তিনটি শ্রেণিকক্ষ। অন্যটি অফিস কক্ষ। আরেকটিতে পরিবার নিয়ে থাকেন প্রিন্সিপাল শাহীন। এমন পরিবেশে পরিবার নিয়ে থাকার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'নিরুপায় হয়ে থাকি। তবে বাচ্চাদের কোনো সমস্যা হয় না।' ক্যাডেট মাদ্রাসাটি অনুমোদিত কি-না জানতে চাইলে প্রিন্সিপাল বললেন, 'উত্তরখান চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সনদ নেওয়া হয়েছে।' কিসের সনদ– জানতে চাইলে অপর এক শিক্ষক বলেন, 'ট্রেড লাইসেন্স।' জিজ্ঞেস করি, 'বাণিজ্যিক সনদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো যায় কি?' উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন তিনি। জানতে চাই, চেয়ারম্যান কীভাবে সিটি করপোরেশন এলাকার মাদ্রাসার অনুমোদন দেন? এবারও কোনো উত্তর মেলে না।

দারুল হুদা ক্যাডেট মাদ্রাসা : ঢাকা থেকে যাত্রাবাড়ী যেতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইনবোর্ড এলাকার তুষারধারা মহল্লায় দারুল হুদা ক্যাডেট মাদ্রাসায় রয়েছে ৫০ শিক্ষার্থী। 'এখানে কি ক্যাডেট স্কুলের মতো লেখাপড়া হয়?' এ প্রশ্নের জবাবে প্রিন্সিপাল মাওলানা মো. মহিউদ্দিন বলেন, 'ক্যাডেট লিখলেই যে ক্যাডেটের মতো লেখাপড়া করাতে হবে, তা নয়। তবে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন ধরুন, আমরা হেফজ বিভাগের পাশাপাশি বাংলায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করাই। বিভিন্ন শৃঙ্খলাও শেখাই।' মাদ্রাসার অনুমোদন সম্পর্কে তিনি বললেন, 'প্রাইভেট মাদ্রাসার কোনো অনুমোদন লাগে না। মাদ্রাসা খুলে শুরু করে দিলেই চলে। তবে সমাপনী পরীক্ষা আমরা এমপিওভুক্ত স্কুল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। শুধু আমার মাদ্রাসাই নয়, কোনো প্রাইভেট মাদ্রাসারই কোনো অনুমোদন নেই।'

আল কোরআনুন এডুকেশন সেন্টার : উত্তরার ১১/এ রোডের ৫ নম্বর বাড়িতে চলছে ঢাকা গার্লস স্কুলের কার্যক্রম। কিন্তু এ স্কুলেই আবার চলছে আল কোরআনুন এডুকেশন সেন্টার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রিন্সিপাল জান্নাতুন নেসা পরিচালনা করছেন। স্কুলটির ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলেও অনুমতি মেলেনি। ভাইস প্রিন্সিপাল মোসাম্মৎ রুসী সমকালকে বলেন, 'আল কোরআনুন সেন্টার ভাড়া নিয়ে অন্যরা চালায়। এটার সঙ্গে স্কুলের সম্পর্ক নেই।' কিন্তু স্কুলটির শিক্ষার্থীরা জানায়, স্কুলের প্রিন্সিপালই সেন্টারটির মালিক। তা পরিচালনা করেন নূরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি।'

দারুল ইসলাম কুরআনিক স্কুল : উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরের ২৬ নম্বর রোডের ৯ নম্বর বাড়িতে দারুল ইসলাম কুরআনিক স্কুলের কার্যক্রম চলছে। ভর্তি হতে লাগে ১০ হাজার টাকা। শিক্ষার্থী ১২৫ জন। এর মধ্যে কওমি শাখার হেফজ বিভাগের শিক্ষার্থী ৩৩ জন। প্রিন্সিপাল মো. ইমদাদুল্লাহ জানান, তাবলিগ জামাতের লোকজনের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত। সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে অনুমোদন নিয়েই এটি পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে সেই অনুমোদনের কপি এ প্রতিবেদককে দেখাতে পারেননি তিনি।

দারুল আজহার ক্যাডেট মাদ্রাসা : উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডের ১৭ নম্বর বাড়িতে দারুল আজহার ক্যাডেট মাদ্রাসা। এখানে পড়াশোনা করে প্রায় ১৫০ শিক্ষার্থী। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাইফুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেও তিনি সময় দেননি। তবে হোস্টেল অ্যাডমিন আবদুর রহিম সমকালকে বলেন, 'কওমি মাদ্রাসা বোর্ড থেকে অনুমোদন নিয়ে এটা পরিচালনা করা হচ্ছে।' 'ক্যাডেট' শব্দ যুক্ত করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এখানে কওমির পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।' কী ধরনের আধুনিক ব্যবস্থা– জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের ক্লাসরুম চকচকে, যত্নসহকারে পড়ানো হয়– এই আর কি!' সমকালের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, উত্তরার বিভিন্ন সেক্টরের অলিগলিতে কওমি ও ক্যাডেট মাদ্রাসার ছড়াছড়ি। ক্যাডেট মাদ্রাসার অধিকাংশই পরিচালিত হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে। কয়েকটির অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কওমি মাদ্রাসা থেকে।

সিদ্ধিরগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানের 'ক্যাডেট মাদ্রাসা' : সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশে সিদ্ধিরগঞ্জ আবাসিক এলাকায় পাওয়া গেল তানযিমুল উম্মা ক্যাডেট মাদ্রাসা। হাউজিংয়ের ভেতরেই চারটি আলাদা ভবন ভাড়া নিয়ে চারটি শাখায় চলছে এর কার্যক্রম। তবে কী শিক্ষা দেওয়া হয়, তা আশপাশের কেউ জানেন না। ভাইস প্রিন্সিপাল মো. মাসহুদ আলম সমকালকে বলেন, 'ক্যাডেটের নিয়ম হয়তো শতভাগ ফলো করতে পারি না। তবে চেষ্টা করি নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী চালাতে।' ক্যাডেট শিক্ষার নামে প্রতারণা করা হচ্ছে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অভিভাবকরা এ অভিযোগ করতেই পারেন। অস্বীকার করব না– মাদ্রাসা হওয়ায় ক্যাডেটের নিয়ম পুরোপুরি অনুসরণ করা যায় না।' মাদ্রাসার অনুমোদনের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলুন।'

চট্টগ্রাম রোড ও সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিং এলাকায় রয়েছে তানযিমুল উম্মা ক্যাডেট মাদ্রাসা, দারুল হেরা ক্যাডেট, দারুল তাহফিজুল ক্যাডেট মাদ্রাসা; হীরাঝিলে রয়েছে আননাযা ক্যাডেট, খাদিজাতুল ক্যাডেট, আয়েশা (রা.) ক্যাডেট, মদিনাতুল উলুম ক্যাডেট। এ ছাড়া উত্তর মাদানীনগরে বাইতুন নাযাত ক্যাডেট, মৌচাক এলাকায় জামিয়াতুল আল ইসলামিয়া, সাইনবোর্ড এলাকায় মা হাদুশ ফুআদ লিদদিরাসাতিল, তুষারধারা জিরো পয়েন্টে দারুল হুদা ক্যাডেট; শনির আখড়ার আয়েশা মোশারফ সুপার মার্কেটে হিফজুল কোরআন ক্যাডেট, খিদমাতুল কোরআন ওয়াসসুন্নাহ ক্যাডেট, যাত্রাবাড়ী মারকাজুল তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন স্থানে কয়েকশ' ক্যাডেট মাদ্রাসা চোখে পড়ে।

অভিযোগ রয়েছে, শুধু যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ নয়; উত্তরা, বাড্ডা, মোহাম্মদপুর, মিরপুরসহ রাজধানীর বেশিরভাগ মাদ্রাসার মালিক জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামের নেতারা। বিভিন্ন ব্যবসার পাশাপাশি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার অলিগলিতে ক্যাডেট মাদ্রাসার নামে অনুমোদনহীন এসব মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন তারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য : আবদুল্লাহপুরের রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ক্যাডেট মাদ্রাসার নামে উত্তরায় এক ধরনের প্রতারণা চলছে। আধুনিক ইসলামী শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, অথচ ঠিকমতো লেখাপড়াই করানো হচ্ছে না। সেখানে কওমি মাদ্রাসার মতো পাঠদান চলছে। শিশুদের নির্মমভাবে পিটিয়ে হেফজ বিভাগে পড়ানো হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'এখানে হেফজ বিভাগের পাশাপাশি নুরানি বিভাগও আছে।'

ডেমরা-সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার অনেকেই জানালেন, এটি এখন মাদ্রাসাপল্লী। সিদ্ধিরগঞ্জের আনোয়ার হোসেন, মিজানুর রহমান, সেলিম মিয়াসহ একাধিক বাসিন্দা সমকালকে জানান, এখানে কম করে হলেও কয়েকশ' মাদ্রাসা আছে। এর মধ্যে ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ক্যাডেট শব্দটি লাগিয়ে মাদ্রাসা খুলেছেন। এসব মাদ্রাসার অধিকাংশেরই কোনো অনুমোদন নেই। কেউ কেউ আবার কাউন্সিলর কিংবা চেয়ারম্যানের ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে মাদ্রাসা খুলেছেন।